গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
বীর উত্তম এ. কে খন্দকার রোড
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : রেজওয়ানুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, (২য় তলা, লেভেল-০১), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
তারিখ : ২৮-০৪-২০২৬খ্রি.
সময় : দুপুর ২.০০ টা
উপস্থিতি : তালিকা সংযুক্ত

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভার শুরুতে উপস্থিত সদস্যদের নিজেদের পরিচয় প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর সভাপতি অবগত করেন যে, ইতোমধ্যে দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় প্রবল কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত সংঘটিত হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র হতে ভারি বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ১৯৭০ ও ২০০৭ সালের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও মৌসুমী বন্যার পূর্বাভাস প্রদানে উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা অর্জন করেছে। তবে আকস্মিক বন্যার ক্ষেত্রে কার্যকর ও সময়োপযোগী আগাম সতর্কবার্তা প্রদানে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর তাপদাহ, শৈত্যপ্রবাহ, পাহাড়ধস ও বজ্রপাতের আগাম সতর্কবার্তা প্রচারের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

সভাপতি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, বর্তমান সময়ে প্রায় প্রতিদিনই বজ্রপাতে হতাহতের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বজ্রপাতজনিত মৃত্যুহার কমানোর লক্ষ্যে এখনও কার্যকর পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি রয়ে গেছে। এজন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সময়োপযোগী আগাম কার্যকর সতর্কবার্তা প্রদান এবং স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সকল ধরনের দুর্যোগে জানমাল, জীবনজীবিকা ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

অত:পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব জনাব নিতাই চন্দ্র দে সরকার, পরিচালক (এমআইএম), সভার উদ্দেশ্য ও আলোচ্যসূচি সকলকে অবহিত করেন। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিগণ বর্তমান সময়ের চলমান ও সমসাময়িক আবহাওয়া পরিস্থিতি সভায় উপস্থাপন করেন। প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট (IWFM) কর্তৃক ডিজাস্টার ফ্লাড রিস্ক মডেল (DFRM)-এর উপস্থাপনা করা হয়।

এছাড়া সভায় উপস্থিত প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের প্রতিনিধি মোবাইল অ্যাপ, ভয়েস মেসেজ, ডিজিটাল ওয়েদার বোর্ড এবং সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা প্রচার, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দ্রুত সাড়াদানে কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করা হচ্ছে, সে বিষয়ে উপস্থাপনা করেন।

০২। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ	বিগত সভার কার্যবিবরণী নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধনী না থাকায় উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি দৃঢ়করণের সুপারিশ করা হয়।	কোন সংশোধনী না থাকায় বিগতগত সভার কার্যবিবরণীটি দৃঢ়করণ করা হলো।	সদস্য-সচিব
২. সমসাময়িক আবহাওয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	দুর্যোগ-সংক্রান্ত প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রতিটি সভায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের দ্বারা হালনাগাদ আবহাওয়া ও বন্যা পরিস্থিতির তথ্য উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে আলোচনা করা হয়।	প্রতিটি সভায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রতিনিধি সমসাময়িক আবহাওয়ার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করবেন।	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর/ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র
৩. অঞ্চল ভিত্তিক সহজ ও সাবলীল ভাষায় বার্তা প্রস্তুত ও প্রচার	বাংলাদেশ বেতার এর প্রতিনিধি জানান যে, ২০২৪ সাল হতে বাংলাদেশের চারটি উপকূলীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র (কক্সবাজার, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম) হতে সংশ্লিষ্ট এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচার করে আসছে। কমিউনিটি রেডিও এর প্রতিনিধি জানান যে, এপ্রিল ২০২৬ থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে পরিচালিত কমিউনিটি রেডিও চ্যানেলসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে দুর্যোগ-সংক্রান্ত তথ্য ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং দুর্যোগ-সংক্রান্ত আগাম সতর্কবার্তা প্রচার করে থাকে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কবার্তা স্থানীয় পর্যায়ের টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের মাধ্যমে প্রচারের বিষয়ে আলোচনা হয়। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ৬৪টি জেলা এবং ৪টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা, টেন মিনিট ব্রিফিং, মাইকিং, গান ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রচার করা হয়ে থাকে।	ক) বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার এর আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং কমিউনিটি রেডিও আঞ্চলিক ভাষায় পূর্বাভাস প্রচারে ভূমিকা রাখবে। খ) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রচার অব্যাহত রাখবে।	বাংলাদেশ টেলিভিশন/ বেতার/ আবহাওয়া অধিদপ্তর/ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র/ সিপিপি/কমিউনিটি রেডিও/ প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট
৪. দুর্যোগে সতর্কবার্তা/ আবহাওয়া	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট সময়োপযোগী পূর্বাভাস, সতর্কবার্তা এবং কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ-সংক্রান্ত পরামর্শ কার্যকরভাবে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রভাতী	ক) কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রভাতী প্রকল্পের	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর/ কৃষি

পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিশেষ পরামর্শ	প্রকল্পের ডিডিএম কম্পোনেন্টের আওতায় প্রস্তুতকৃত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তথ্যভাডার এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর স্বেচ্ছাসেবকদের তথ্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সঙ্গে শেয়ার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়, সমন্বয় জোরদারকরণ এবং পারস্পরিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলতি বছরের দুর্যোগ মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, কমিউনিটি রেডিওসহ অন্যান্য উপযোগী গণযোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ-সংক্রান্ত পরামর্শ, আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং দুর্যোগ সতর্কবার্তা অধিকতর কার্যকর ও সহজবোধ্য উপায়ে প্রচারের বিষয়েও আলোচনা হয়।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তথ্য ও সিপিপি এর স্বেচ্ছাসেবকদের তথ্য সরবরাহ করতে হবে এবং কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর আসন্ন দুর্যোগ মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই এ সকল তথ্য তাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তকরণ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খ) কমিউনিটি রেডিও ও অন্যান্য গণযোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং দুর্যোগ সতর্কবার্তা আরও কার্যকর ও সহজবোধ্যভাবে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/ মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ বেতার/ সিপিপি/ কমিউনিটি রেডিও।
৫. বন্যা পূর্বাভাস সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা আধুনিকায়ন।	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে বন্যা ও ভারী বর্ষণসংক্রান্ত পূর্বাভাস তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। একই সঙ্গে, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাঁধের গেট খোলার বিষয়ে আগাম তথ্য ও পূর্বাভাস প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রভাতী প্রকল্প ডিডিএম কম্পোনেন্টের মাধ্যমে Inundation Forecast (প্লাবন পূর্বাভাস) প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সভায় এ ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনী প্রকল্প ভবিষ্যতে আরও গ্রহণ ও সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(ক) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে বন্যা ও ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস গ্রহণ এবং বার্তা প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের সাথে সমন্বয় করে বার্তা প্রচারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খ) ভবিষ্যতে প্রযুক্তি নির্ভর ও উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর/ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র/ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।
৬. বজ্রপাত সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, রাইমস (RIMES)- এর সহযোগিতায় বজ্রপাতের পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়ে থাকে।	ক) রাইমস (RIMES)- এর সহযোগিতায় প্রাপ্ত বজ্রপাতের পূর্বাভাস ও	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর/

	সভায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে নির্দিষ্ট এলাকার মোবাইল টাওয়ারভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে মোবাইলে ভয়েস এসএমএসের মাধ্যমে বজ্রপাতের পূর্বাভাস, করণীয় বিষয়ক নির্দেশনা এবং বজ্রপাত-সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং মোবাইল অপারেটর কোম্পানিসমূহকে নিয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বজ্রপাত-সংক্রান্ত একটি পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়। বজ্রপাতের পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা অধিক কার্যকরভাবে প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি সভা আয়োজনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।	সতর্কবার্তা জনসাধারণের কাছে দ্রুত ও সহজবোধ্যভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিদ্যমান প্রচারব্যবস্থা1 আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ) মোবাইল টাওয়ার ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বজ্রপাতের সতর্কবার্তা প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বিটিআরসি এবং মোবাইল অপারেটরদের অংশগ্রহণে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে। গ) প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বজ্রপাত-সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম ও অর্জিত ফলাফল পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হব। ঘ) বজ্রপাতের পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা অধিক কার্যকরভাবে প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা আয়োজন করতে হবে।	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর/ বিটিআরসি/ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/ মোবাইল অপারেটর কোম্পানী/ প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
৭. ভূমিধ্বস সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা	ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (GSB) কর্তৃক ভূমিধস সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৭টি স্থানে অপটিক্যাল রেইনগেজ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১টি স্টেশন কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। এসব রেইনগেজ স্টেশন থেকে প্রাপ্ত বৃষ্টিপাতের তথ্য নির্ধারিত সতর্কসীমা অতিক্রম করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হয়।	১। ভূমিধস সতর্কীকরণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের আওতায় রেখে তথ্য বিনিময়, পূর্বাভাস প্রণয়ন, সতর্কবার্তা প্রচার এবং সমন্বয় কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর/ জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ (GSB)/ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর/

	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ভূমিধস-সংক্রান্ত সতর্কবার্তা ও সচেতনতামূলক বার্তা স্থানীয় ভাষায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, আঞ্চলিক বেতার এবং মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে প্রচারের কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, ভূমিধস সতর্কবার্তা নিয়ে কাজ করা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনার ফলে ভূমিধস পূর্বাভাস, সতর্কবার্তা প্রণয়ন ও প্রচার কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ ধরনের আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় আরও জোরদার করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করে আলোচনা হয়।	২। ভূমিধস-সংক্রান্ত সতর্কবার্তা ও সচেতনতামূলক বার্তা স্থানীয় ভাষায় এবং উপযোগী যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট অধিক কার্যকরভাবে পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। অপটিক্যাল রেইনগেজ স্টেশনভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় সতর্কবার্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট সংস্থা।
৮. সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা	সমুদ্রগামী জেলেদের নিকট ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কবার্তা দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর বিদ্যমান ভিএইচএফ ও এইচএফ রেডিও নেটওয়ার্কের আওতায় পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় একটি রিপিটার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। রিপিটার স্টেশনটির কার্যকারিতা ও সক্ষমতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সরেজমিন পরিদর্শন এবং একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সভায় ভিএইচএফ রেডিও ডিভাইস স্বল্প ব্যয়ে স্থাপন ও ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি এবং দেশীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় হ্রাসের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি খাঁচাভিত্তিক মৎস্যচাষে নিয়োজিত চাষিদের নিকট পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কবার্তা আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সমন্বয় জোরদারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে আলোচনা করা হয়।	ক) সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও প্রতিষ্ঠান পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন। খ) খাঁচায় মৎস্য চাষে নিয়োজিত চাষিদের কাছে পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছানোর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।	মৎস অধিদপ্তর/ এসিএফ।
৯. শৈত প্রবাহ সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন যে, শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনেক সময় মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতীয়মান হয় না। এ প্রেক্ষিতে শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদানে ব্যবহৃত বিদ্যমান ক্যাটাগরিসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করে আলোচনা করা হয়।	শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস প্রদানে ব্যবহৃত বিদ্যমান ক্যাটাগরিসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও হালনাগাদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

	সহযোগিতায় একটি পূর্বাভাস পদ্ধতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় একটি উপস্থাপনা প্রদানের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়।	পূর্বাভাস পদ্ধতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
১২. কমিটির সভা আহ্বান	এসওডি-২০১৯-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আহ্বান করতে পারবে। পাশাপাশি, ঘূর্ণিঝড় মৌসুমকে কেন্দ্র করে বছরে অন্তত ০২ (দুই)টি নিয়মিত সভা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	কমিটি ০২ (দুই)টি ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের পূর্বে বছরে অন্তত ০২ (দুই)টি সভা আয়োজন করবে। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময় সভা আয়োজন করবে।	সদস্য-সচিব

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৫-০৫-২৬

(রেজওয়ানুর রহমান)
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ও
সভাপতি
বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার
ও
কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত কমিটি

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৬.০০৩.২৬.৩৯৩ তারিখ: ০৫/০৫/২০২৬ খ্রি.।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: মো: আরমুন হাসান লিয়ন, মেজর]

২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (BTRC), আইইবি ভবন, রমনা ঢাকা-১০০০। [দৃষ্টি আকর্ষণ: ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল আলম, উপপরিচালক]

৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র (SPARRSO), আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: মো: ফরিদ উদ্দিন, সাইন্টিফিক অফিসার]

৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। [দৃষ্টি আকর্ষণ: ডা. মো: হুমায়ুন কবীর]

৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (GSB), ১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, ঢাকা-১০০০। [দৃষ্টি আকর্ষণ: মো: আজাহার হোসাইন, সহকারী পরিচালক]

৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, (৩য় তলা), মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০। [দৃষ্টি আকর্ষণ: ড. সাজ্জাদ হোসাইন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী]

৭। মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), ওয়ারপো ভবন, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২১৫। [দৃষ্টি আকর্ষণ: এ. কে. এম খোরশেদুল আমিন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা]

৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: মো: সিদ্দিকুর রহমান, প্রযোজক(বার্তা)]

৯। মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০। [দৃষ্টি আকর্ষণ: ফাতেমা জান্নাতুল ফেরদৌস সুরভী, সহকারী পরিচালক]

১০। মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: মো: আব্দুল মমিন, সহকারী পরিচালক]

১১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ৩১ সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ সরণী, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: এবিএম মাহবুবুর রহমান, আঞ্চলিক পরিচালক]

১২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: উর্মী আহসান, উপপরিচালক, বামিস ইউনিট]

১৩। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: মো: হাবিব ফরহাদ আলম, সহকারী পরিচালক]
১৪। মহাপরিচালক, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: ড: মুহাম্মদ আহসান হাবীব, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ঢাকা)]
১৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: মোঙ্গলচন্দ্র পাল, উপসচিব]
১৬। পরিচালক, যৌথ নদী কমিশন, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২১৫। [দৃষ্টি আকর্ষণ: কাজী শহীদুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী]
১৭। পরিচালক, ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন (FM) রেডিও, ৪৫ নাভানা টাওয়ার, ১৫ তলা, গুলশান সার্কেল-১, ঢাকা-১২১২। [দৃষ্টি আকর্ষণ: মো: মিজানুর রহমান, মার্কেটিং ইনচার্জ, ঢাকা এফ.এম.]
১৮। সভাপতি, অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (ATCO), কর্ণফুলি মিডিয়া পয়েন্ট, লেভেল-৩, ৪২ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক, মালিবাগ, ঢাকা।
১৯। পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২০। পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ৬৮৪-৬৮৬ বড় মগবাজার, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: মো: শেরাফত হোসেন খান, উপপরিচালক]
২১। পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: ডঃ মো: বজলুর রশীদ, আবহাওয়াবিদ]
২২। উপসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-৩), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, গ্রীনরোড, ফার্মগেট। [দৃষ্টি আকর্ষণ: সরদার উদয় রায়হান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী]
২৪। সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।
২৫। মহাসচিব, বাংলাদেশ মোবাইল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়ালি সেন্টার, ৩য় তলা, ৭৪ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২। [দৃষ্টি আকর্ষণ: সাজেদুল ইসলাম, ম্যানেজার]
২৬। মহাসচিব, বাংলাদেশ কমিউনিটি রেডিও অ্যাসোসিয়েশন, ৮/১৩ সি ব্লক, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: সৈয়দ তারিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক]
২৭। কান্ট্রি প্রোগ্রাম লিড, রাইমস। [দৃষ্টি আকর্ষণ: সৈয়দা সাবরিনা সুলতানা]
২৮। কান্ট্রি ডিরেক্টর, প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন ইন বাংলাদেশ, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: তামান্না রহমান, থিমেটিক লিড]
২৯। কান্ট্রি ডিরেক্টর, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
৩০। ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর, এসিএফ (স্টেপ কনসোর্টিয়াম), গুলশান, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণ: শেখ মহিউদ্দীন, কো অর্ডিনেটর]
৩১। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোড এর অনুরোধসহ)।

(নিতাই চন্দ্র দে সরকার)
পরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ও
সদস্য-সচিব
বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার
ও
কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত কমিটি